দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবিতে ১৩ তলা ভবনের টেন্ডার নিয়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগে উত্তেজনা

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্মিতব্য ১৩ তলা ভবনের টেন্ডার গ্রহণ শেষ হয়েছে। টেন্ডারের মাধ্যমে কাজটি কারা নেবে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে সকাল থেকেই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। টেন্ডার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ছাত্রলীগ নেতারা কনস্ট্রাকশন ফার্মের এক প্রতিনিধিকে মারধর করেছে বলে জানা গেছে। তবে প্রায় তিন ঘণ্টার উত্তেজনা শেষে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় যুবলীগ সমর্থিত তমা কনস্ট্রাকশন ফার্ম কাজ পেয়েছে।

এদিকে সিডিউল জমা দেয়ার সময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কথা স্বীকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। তিনি বলেন, পুলিশী নিরাপত্তায় নির্ভয়ে টেন্ডারে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এর আগের বছরগুলো একটি কোম্পানী টেন্ডার জমা দিলেও এবারই প্রথম তিনটি কোম্পানী টেন্ডার সিডিউল জমা দিয়েছে। সামনের দিনগুলোতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অন লাইনের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হবে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের জন্য অমর একুশে হলের পাশে নিমতলি গেটে ১৩তলা টাওয়ার ভবন নির্মাণের জন্য বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২৪ কোটি ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৬২১ টাকা বরাদ্দ দেয়। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ঐ নির্মাণ কাজের টেন্ডার সিডিউল জমা দেয়ার শেষ সময় ছিল। সিডিউল জমা দেয়ার জন্য যেসব কনস্ট্রাকশন ফার্ম [illegible] তাদের মধ্যে একটি সমঝোতা করার উদ্যোগ নেন যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা।

গত রবিবার রাতে কাঁটাবনের (সোনালী ব্যাংকের বিপরীত পার্শ্বে) একটি হোটেলে তারা ৭টি কনস্ট্রাকশন ফার্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোপন বৈঠকও করে বলে জানা যায়। ঐ বৈঠকে যুবলীগ মহানগর দক্ষিণের এক শীর্ষ নেতা ও ছাত্রলীগের সাবেক কয়েকজন নেতা অংশ নেন। সেখানে হাসান সন্স নামের একটি ফার্মকে শতকরা ৩ ভাগ হারে কাজ দেয়ার বিষয়ে নেতা-কর্মীরা সম্মত হয়। কিন্তু চুক্তি অমান্য করে গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় যুবলীগ নেতার সমর্থিত তমা কনস্ট্রাকশন সিডিউল জমা দেয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক ভবনের চারপাশে বহিরাগতরা মহড়া দেয়। খবর পেয়ে সাড়ে ১১টার দিকে সিভিল কনস্ট্রাকশনের একটি সিডিউল জমা দিতে আসে ফার্মটির পক্ষ থেকে নূরুল আমিন। সিডিউল জমা দেয়া শেষ হওয়ার পরপরই তাকে আটক করে ছাত্রলীগের কয়েকজন সাবেক ও যুবলীগের উপস্থিত কর্মীরা। ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান কিছু নেতা-কর্মী তাকে মুক্ত করতে প্রশাসনিক ভবনে ছুটে আসেন। এ সময় দু'গ্রুপে মহড়া পাল্টা মহড়া শুরু হয়। টেন্ডার বক্স ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায় একপক্ষ। ফার্ম প্রতিনিধি আটকের খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, আটককারীদের কাছ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কর্মচারিকে উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ প্রহরায় পৌনে ১২টার দিকে ছাত্রলীগের দুইজন সহসভাপতির নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ টিবিএল এন্ড এমবিএ নামক আরও একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মের সিডিউল জমা দেন। পরে ১টার দিকে পুলিশ প্রহরায় টেন্ডার বক্স খোলা হয়। মোট তিনটি ফার্ম সিডিউল জমা পড়লেও এক পর্যায়ে যুবলীগ সমর্থিত তমা কনস্ট্রাকশন ফার্মকে কাজটি দেয়া হয়। তারা ২০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ১শ ৬৪ টাকায় কাজটি করতে সম্মত হয়েছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানির পরিচালক আব্দুল লতিফ জানান, তাদেরকে টেন্ডার সিডিউল জমা না দেয়ার জন্য বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়।